ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

চারবার মুক্তি পেছাল কঙ্গনার 'ইমার্জেন্সি'র

পৃঃ ৫

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন সুয়ারেজ

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৪৭ ● কলকাতা ● ২৩ ভাদ্র, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জেএনএম থেকে এমবিবিএস পাশ করেন নির্যাতিতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। নিরাপত্তার দাবি উঠতে শুরু করেছে সর্বত্র। জুনিয়র ডাক্তার থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজ রোজ রাজপথে মিছিল, ধরনা করছেন। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা ঘটার একমাস পেরিয়ে গিয়েছে। তদন্তভার গিয়েছে সিবিআইয়ের হাতে।

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আজ চিঠি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত করার দাবি করেছেন তিনি। জহর সরকার ইস্তফা দেওয়ার ঘটনায় তাঁকে তোপ দেগেছেন যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। কুণাল ঘোষও কড়া সমালোচনা করেছেন জহর সরকারের। আর এই জেএনএম হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভীকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার জেরে গিয়ে ছিলাম।' আর শেখ অখিলের বক্তব্য, 'মেডিক্যাল কাউন্সিলের পেনাল অ্যান্ড এথিক্যাল কমিটির সদস্য হওয়ায় অভীকের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওইটুকই।'তবে তদন্তে নতুন কিছু উঠে এসেছে কিনা সেটা সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট হবে। এই আবহে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালেই দুর্নীতি ও থ্রেট সিন্ডিকেট থাকার অভিযোগ সামনে আসছে। এখান থেকে এমবিবিএস পাশ করেছিলেন আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা।

এদিকে সদ্য সাসপেন্ড হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের চিকিৎসক-নেতা অভীক দে। তাঁর ছত্রচ্ছায়াতেই এই দুর্নীতি

এরপর ৩ পাতায়

মৃতার গবেষণা 'জোর করে' দিয়ে দেওয়া হয় অন্য এক জনকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোগীদের উপরে গবেষণা, যা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ 'এথিক্স কমিটি'তে পাশ হয়েছিল। যা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠানো হয়ে গিয়েছিল, কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতির আশায়। ছাড়পত্রও চলে এসেছিল বলে সূত্রের খবর। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিহত চিকিৎসক-পড়ুয়ার এই শেষ না হওয়া গবেষণাপত্র তদন্তের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে বলে সিবিআই সূত্রের দাবি।কেন এমন করা হয়েছিল? কার নির্দেশে? এর পর কি কোনও পদক্ষেপ করেছিলেন তরুণী চিকিৎসক? সেই কারণেই কি এই পরিণতি? উত্তর খুঁজছে সিবিআই। তবে মৃতার এক বিশেষ বন্ধুর মন্তব্য, "প্রভাবশালী এক জনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটি ছেলে নানা কলকাঠি নেড়েছে। নানা দিক দিয়ে প্রভাব খাটিয়ে চাপ তৈরির চেষ্টা করেছে। এর

এরপর ৩ পাতায়

সেভেন সিস্টার্সের ৬০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়লো চীনা সেনারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ৭ রাজ্যের অংশ অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় ৬০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়েছে চীনের সামরিক বাহিনী। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএএল) অরুণাচল প্রদেশের আনজাও জেলার কাপাপু এলাকায় ক্যাম্প করেছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম অরুণাচল টোয়েন্টি ফোর ও নিউজফাই সরেজমিন ঘুরে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, কাপাপু এলাকায় চীনা সৈন্যদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য নিশ্চিত করতে পাথরের গায়ে চীনের নাম লেখা এবং চীনা খাদ্য সামগ্রীর ছবি দেখা গেছে।

বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, চীনা সৈন্যরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে সেখানে প্রবেশ করেছে। ছবিতে দেখা যায়, পাথরের গায়ে ইংরেজিতে ২০২৪ সাল লেখা রয়েছে, যা ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজেদের মালিকানা দাবি করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিউজফাই জানায়, দুই দেশকে বিভক্তকারী ম্যাকমোহন লাইনের হাদিগ্রা পাসের কাছে কাপাপুরে ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশের (আইটিবিপি) একটি ক্যাম্প রয়েছে। আনজাও জেলার নিকটতম প্রশাসনিক এলাকা চাগলাগাম ম্যাকমোহন লাইন থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এর আগে ২০২২ সালের আগস্টে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, চীনা সামরিক বাহিনী হাদিগ্রা হ্রদের কাছে অবকাঠামো নির্মাণ করছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী তখন চাগলাগাম থেকে ৩০ কিলোমিটারেরও কম দূরে চীনা সৈন্যদের ক্যাম্পের

এরপর ৩ পাতায়

মালদার ভুতনি এলাকার

মানুষেরা বন্যা জলে বন্দী হয়ে পড়েছে

মালদা, ৮ সেপ্টেম্বর : নিউজ সারাদিন : মালদার ভুতনি এলাকার মানুষেরা বন্যা জলে বন্দী হয়ে পড়েছে।এই পরিস্থিতিতে কারো ঠাঁই হয়েছে ছাদে কারো ঠাঁই হয়েছে বাড়ির চালে,সরকারি স্কুলে,কেউবা নৌকাতে দিন কাটাচ্ছে। প্রায় ২৫দিন ধরে প্রায় ২লাখ মানুষ জল বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে!এই অবস্থায় মালদা জেলা থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভূতনি এলাকায় বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রিক নিয়ে হাজির হচ্ছে ।এদিন সকালে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "পরিবর্তন" নামে এর সদস্যরা প্রায় হাজার জন মানুষের জন্য খাবার নিয়ে ছুটে যায় ভূতনি বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের পাশে। তারা চাল, ডাল, তেল,আলু, পেয়াজ, মুড়ি,বিস্কুট,পাউরুটি, জল সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার, ওষুধ ও স্যানিটারি ন্যাপকিন সহ বিভিন্ন সামগ্রিক নিয়ে অসহায় মানুষে পাশে দাঁড়ায়।পরিবর্তন সংস্থার সদস্যরা জানান--ভূতনি এলাকার বাসিন্দা বন্যা কবলিত এলাকায় জলবন্দী হয়ে সমস্যার মুখে ভুগছেন সাধারণ মানুষ।চলাচলের পথ বলতে একমাত্র নৌকা ভরসা।ভূতনি এলাকায় বেশ কিছু খাওয়ার সামগ্রিক আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি আগামী দিন আরও খাবারের ব্যবস্থা করব বলে জানিয়েছেন সংস্থার সদস্যরা।

রাজ্য সভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জহর সরকার

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজি কর-কাণ্ডে আগেই প্রতিবাদে সরব হয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ান আর এক তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। তাঁকে নিয়ে জল্পনা চলছে। এমন আবহে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে নিজের ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন জহর সরকার। সাংসদ পথে থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন জহর। দীর্ঘদিন দিল্লিতে কাজের সুবাদে তিনি বেশ পরিচিত একটি নাম। কেন্দ্রীয় আমলা হিসেবে কাজ করার জন্য দিল্লির রাজনীতি তাঁর নখদর্পণে। ফলে এমন সাংসদ দল ছাড়লে স্বভাবতই কিছুটা হলেও চাপ বাড়বে শাসক দলের।

রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি রাজনীতি থেকেও নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করছেন জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রীকে। তাঁর ইস্তফার জন্য যে কারণগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল আরজি করের ঘটনা। এই ঘটনায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

জনহিতৈষী এবং আরডিবি গ্রুপের প্রোমোটার,

শ্রী বিনোদ দুগার ইনভেস্টর এবং প্রোমোটার হিসাবে ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ড (FEF) জয়েন করেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২৪: ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ড (FEF) আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, জনহিতৈষী এবং আরডিবি গ্রুপের প্রোমোটার শ্রী বিনোদ দুগার প্রাইমারি ইনভেস্টর এবং প্রোমোটারের মধ্যে একজন হিসেবে জয়েন করছেন। ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ড সম্প্রতি শ্রী রবি জয়পুরিয়া, শ্রী গৌরব ডালমিয়া এবং শ্রী অক্ষয় কুমার ও শ্রী করণ জোহরের মত বলিউডের প্রবীণ ব্যক্তিদের মতো মার্কি ব্যবসায়ীদের দ্বারা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে।

ফ্যাশন, খেলাধুলা এবং সিএসআর জুড়ে ভারতীয় ইকোসিস্টেমে শ্রী বিনোদ দুগারের অবদান, সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। তিনি জিটো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ফাউন্ডেশন (জেএটিএফ) এর চেয়ারম্যানের ক্ষমতায় অনুকরণীয় কাজ প্রদর্শন করেছেন এবং ইন্টার কাশী ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠার সাথে খেলাধুলায় প্রতিভা লালন করেছেন। শ্রী বিনোদ দুগার অংশীদারিত্বের জন্য তার উৎসাহ প্রকাশ করে বলেছেন, "আমি সব সময় উদীয়মান প্রতিভা বৃদ্ধির সমর্থন করেছি। ভারতের বৈচির্ত্য প্রতিফলিত হয় তার যুবকদের সৃজনশীল ক্ষেত্রে কর্মজীবনে। ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ড ফ্যাশন স্পেকট্রাম জুড়ে উদ্যোক্তাদের জন্য শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং বৃহত্তর ফ্যাশন বিভাগকে সমর্থন করে। আমাদের লক্ষ্য হল এমন সুযোগ তৈরি করা যা তরুণ প্রতিভাদের তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে এবং ইন্ডাস্ট্রির বিবর্তনে অবদান রাখতে সক্ষম করে।"

অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, শ্রী বাগীশ পাঠক, চেয়ারম্যান এবং শ্রী সঞ্জয় নিগম, ফ্যাশন এন্ত্রেপ্রেনিউরস ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, "ভারতীয় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি অর্জন করেছে, আমাদের অনন্য টেক্সটাইল এবং কারুশিল্প বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। শ্রী বিনোদ দুগারের মতো একজন লিডারের সমর্থনে, এফইএফ-এর লক্ষ্য হল ইন্ডাস্ট্রিকে সংগঠিত এবং প্রবাহিত করা, ফ্যাশন উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সংস্থান প্রদান করা। এই অংশীদারিত্ব ভারতে একটি কাঠামোগত এবং গতিশীল ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি তৈরী করার দিকে একটি পদক্ষেপ।"

পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে টিকিট পরীক্ষায় জরিমানা বৃদ্ধি ১০.৩২%

বেবি চক্রবর্তী: হাওড়া: নিউজ সারাদিন : পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের বাণিজ্য বিভাগ সম্প্রতি টিকিট পরীক্ষা অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, টিকিট বিহীন ভ্রমণ ও অনিয়মিত টিকিটের প্রায় ৭২,৭৯০টি মামলা শনাক্ত করেছে। ২০২৪-এর অগাস্ট মাসে টিকিট পরীক্ষকরা প্রায় ১.৯ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করেছেন। গত বছরের এই একই সময়ের তুলনায় মামলার সংখ্যা ১০.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব রেলের তরফ থেকে যাত্রীদের টিকিট কাউন্টার, স্বয়ংক্রিয় টিকিট বিক্রয় যন্ত্র (ATVM), IRCTC ওয়েবসাইট এবং টঞঃঝ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে টিকিটিং সহ বিভিন্ন সুবিধাজনক টিকিটিং বিকল্পগুলি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন ও মসৃণ লেনদেনের জন্য, যাত্রীরা ছজ কোড পেমেন্ট মোডও ব্যবহার করা যায় বলেও জানাচ্ছে রেল। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এ বিষয়ে বলেন, "টিকিট ছাড়া ভ্রমণ শুধুমাত্র বড় অঙ্কের জরিমানা নয়, সমাজে নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।" তিনি সমস্ত যাত্রীদের জরিমানা এড়াতে এবং একটি সুন্দর যাত্রা নিশ্চিত করতে একাধিক টিকিটিং বিকল্প ব্যবহারের আহ্বান জানান। রেলের প্রত্যেক যাত্রীকেই তাঁর সহযাত্রীকে টিকিট কাটার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

সিভিক ভলেন্টিয়ারদের জন্য সুখবর!

পুজোর আগেই বিরাট উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই শিরোনামে রয়েছেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা। চিকিৎসকের ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এক সিভিক ভলেন্টিয়ার গ্রেফতার হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে একাধিক কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সিভিক ভলেন্টিয়ারদের কাজের বার্ষিক মূল্যায়নও দরকার বলে মনে করেন অনেকে। খারাপ কাজ করলে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ভালো কাজ করলে পুরস্কারও দেওয়া উচিত, বলছেন কেউ কেউ। তবে আপাতত রাজ্যের তরফ থেকে স্রেফ প্রশিক্ষণের বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কবে, কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এবার সেটাই দেখার।জানা যাচ্ছে, এবার সিভিক ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশ উভয়ের তরফ থেকেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আসার পরেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং কী কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেটার খসড়া তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে । সেটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।

আগামী বছরের শুরুতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে খবর। প্রায় দেড় মাস ধরে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। আগামী বছর জানুয়ারি মাস থেকেই এই বিশেষ 'পাঠ' দেওয়া শুরু হতে পারে বলে। সূত্রের খবর এমনটাই।

এরপর ৩ পাতায়

খুঁটিপুজো

মালদা : নিউজ সারাদিন : কথায় আছে বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বন হয়ে থাকে , তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিদের উৎসব দুর্গা পূজা। রবিবার মালদার হবিবপুর ব্লকের আইহো বক্সিনগর গোবিন্দ স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হলো খুঁটিপুজো। সার্বজনীন দুর্গাপূজা উৎসব কমিটির খুঁটি পুজো উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে কলস যাত্রার মধ্যে দিয়ে টাঙ্গন নদীতে জল ভরে গোটা এলাকা পরীক্ষা না করে পুনরায় মন্দির প্রাঙ্গনে এসে পুরোহিত দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে খুঁটি পূজার শুভ সূচনা করা হলো।পূজো কমিটির সম্পাদক মানস দাস জানান এবছর ৭৯ তম দুর্গাপুজো এই পুজোকে ঘিরে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে বিভিন্ন মাটির পুতুল, আলোকসজ্জা এই পুজোর ঘিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়। এই প্রথম খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে পূজার শুভ সূচনা করা হয়।

ঘুঁটিয়ারি শরিফ স্টেশনে বিধ্বংসী আগুন! পুড়ে ছাই ১৫টি দোকান!

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং : নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ আগুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুঁটিয়ারি শরিফ স্টেশন চত্বরে। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশপাশের ১৫টি দোকানে। সঙ্গে সঙ্গে দমকল এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। আগুন দ্রুত আয়ত্বে আসায় বড় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে। এই ঘটনার জেরে শিয়ালদা-ক্যানিং শাখায় ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল।বন্ধ হয়ে ট্রেন চলাচল। রবিবার হওয়ায় যাত্রীদের ভিড় তেমন ছিল না তবে পুজোর আগে অনেকেই কেনাকাটা করার জন্য এখন কলকাতামুখী।রবিবার সাড়ে ১০টা নাগাদ আচমকা স্টেশনে আগুন দেখতে পান হকার ও নিত্যযাত্রীরা। স্টেশনে প্রচুর দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বারুইপুর ও ক্যানিং থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। দমকল আসার আগে প্রাথমিক ভাবে আগুন নেভানোর কাজে নামেন স্টেশনের হকাররা।

তড়িঘড়ি আইন পাশ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, গত চারমাস ধরে টালবাহনার পর অবশেষে ভাঙড়ের চারটি থানা কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। আগামী ২ জানুয়ারী ভাঙড় ও উত্তর কাশীপুর থানা ছাড়াও পোলেরহাট ও চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে রবিবার থানাগুলি পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।

অজিত ডোভালের রাশিয়া সফর নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতে ভারত উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাশিয়া সফরের পরেই ইউক্রেন গিয়েছিলেন। দুই দেশের শান্তি ফেরানোর কথা প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। তারপরেই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রাশিয়া সপরের মাঝেই ইজওঈঝ-ঘঝঅ-র বৈঠকেও যোগ দেবেন। তবে এবারে ব্রিকস জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের অজিত ডোভালের উপস্থিতির পেছনে অন্য পরিকল্পনা রয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।
যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম সফর ছিল। সেই সফরে গিয়েই তিনি শান্তি স্থাপনের বার্তা দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই একাধিকবার ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের শান্তি ফেরানোর কথা ভারত একাধিকবার বলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন যুদ্ধ কোন সমস্যার সমাধান নয়।। তারপর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ভারতের নাম একাধিকবার উঠে এসেছে। তার মাঝেই অজিত ডোভালের রাশিয়া শহর জল্পনা বাড়িয়ে তুলেছে। উল্লেখ্য গতমাসেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন।

বাংলাদেশকে পাঁচ টুকরো করার দাবি তুললেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : শেখ হাসিনা জমানার অবসানের পরে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা সামলানোর দায়িত্ব পেয়েছে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ভৃত্য' হিসাবে পরিচিত অন্তর্বর্তী সরকার। ক্ষমতা দখলের এক মাস পূর্ণ হতে না হতেই বাংলাদেশকে পাঁচ টুকরো করার দাবি তুললেন মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন সেনা আধিকারিক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সাখাওয়াত হোসেন।দেশকে পাঁচ টুকরো করার পরে কীভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে তার একটি রূপরেখাও হাজির করেছেন পাট ও বস্ত্র উপদেষ্টা। তিনি লিখেছেন, ''মেট্রোপলিটন ঢাকা কেন্দ্রশাসিত থাকবে। কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বিদেশ, সীমান্ত ও সমুদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতার মতো বিষয়গুলো থাকবে। বাকি বিষয়গুলোতে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান থাকলেও প্রদেশগুলো ব্যবস্থাপনায় থাকবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণও হবে প্রাদেশিক সরকারের কাঠামোতে।' দেশকে পাঁচ টুকরো করার দাবি জানানোর পাশাপাশি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা চালুর পক্ষেও সওয়াল করেছেন সাখাওয়াত হোসেন। তিনি লিখেছেন, 'এটি শুধু সময়ের দাবিই নয়, আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনা ও সুষ্ঠু ধারার রাজনীতির জন্য অত্যাবশ্যক। উপমহাদেশ ও সার্ক দেশগুলোকেও যদি আমরা বিবেচনায় নিই তাহলে দেখব, একমাত্র মালদ্বীপ ছাড়া অন্য সব দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ বিদ্যমান।'আর তাঁর দাবি ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, 'বাংলাদেশকে টুকরো করার পরিকল্পনা কার্যকর করতেই যে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলেছিল, তা স্পষ্ট হচ্ছে। দেশ ভাগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।'
অন্তর্বর্তী সরকারের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে রবিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বাংলাদেশকে পাঁচ টুকরো করার পক্ষে সওয়াল করেছেন পাট ও বস্ত্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে অষ্টম বৃহত্তম দেশ। জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৭ কোটি। ছোট দেশ হলেও এত বিরাট জনগোষ্ঠীর কাছে সরকারকে নিয়ে যেতে হলে বাংলাদেশকে ন্যূনতম পাঁচটি প্রদেশে ভাগ করে একটি ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্র করা যেতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দুটি করে চারটি প্রদেশ ও বৃহত্তর ঢাকা নিয়ে আরেকটি প্রদেশ।'

১-ম পাতার পর

মৃতার গবেষণা 'জোর করে' দিয়ে দেওয়া হয় অন্য এক জনকে

প্রতিবাদ করার খেসারত দিতে হল কি না, সেটা তদন্ত করে বার করা হোক।"এই রহস্যের তল পেতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
তদন্তভার পাওয়ার পরে থেকে মৃতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সেখানে বার বার জানতে চাওয়া হয়েছে, মৃতার পরিবার কাউকে সন্দেহ করে কি না। সূত্রের খবর, সিবিআই আধিকারিকদের কাছে পরিবারের তরফে এই গবেষণাপত্রের কথা জানানো হয়। যা জোর করে তাঁদের মেয়ের থেকে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন মৃতার মা-বাবা।মৃতার বাবা এ বিষয়ে বলেন, "অনেকেই জানতে চেয়েছেন, সন্দেহজনক কিছু দেখেছি কি না। মেয়ে কিছু বলত কি না। একটাই বিষয় আমাদের ভাবাচ্ছে। মেয়ে বলেছিল, ওর লেখা থিসিস পেপার অন্য এক জনকে দিয়ে দেন ভিপি (ভিজিটিং প্রফেসর)। মেয়েকে তিনি হঠাৎ করে বলেন, তুই অন্য একটা বানিয়ে নিস। প্রথমে কিছু মনে হয়নি। আমার মেয়ে পড়াশোনায় যেমন ভাল ছিল, তাতে নতুন পেপার করা ওর জন্য কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কী উদ্দেশ্যে এটা করা হতে পারে?তবে কি কারও নিশানায় পড়ে গিয়েছিল মেয়ে?"শনিবার মৃতার দুই সহপাঠী এবং এক বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয়। আর জি করেরই স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া এক তরুণী বলেন, "সিবিআই-ও এ নিয়ে জানতে চেয়েছে। বলেছি, গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই অনেক অসঙ্গতি দেখেছি। এর মধ্যে অন্যতম এই গবেষণাপত্র।" তিনি জানান, স্নাতকোত্তর স্তরে তিন বছরের পড়াশোনার মধ্যেই তাঁদের একটি গবেষণাপত্র লিখতে হয়। সেটা তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার আগে জমা দিতে হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে গেলে এই গবেষণাপত্র আবশ্যিক। যে হেতু গবেষণার ব্যাপ্তি এ ক্ষেত্রে অন্যতম মানদণ্ড, তাই প্রথম বর্ষ থেকেই কাজ শুরু করে দিতে হয়।মৃতার আর এক সহপাঠী বলেন, "কোন বিষয়ে গবেষণা করতে চাইছি, সেই বিষয়ে ভেবে নিয়ে লিখিত আকারে জানাতে হয়। যে বিভাগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, তারই কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা প্রফেসর বিষয়টি শোনেন। ভিজিটিং প্রফেসর বা ভিপি হিসেবে এরপর তাঁর অধীনেই গবেষণাপত্র লিখতে হয়। তার আগে বিষয় লিখে হাসপাতালের এথিক্স কমিটির কাছে পাঠাতে হয়। কারণ, রোগীর উপরে কোন ধরনের পরীক্ষা করতে হবে, এই কাজে সেটা অনেকগুলি নীতির উপর নির্ভর করে। কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে গবেষণার কাজ চালানো হবে, সেটাও জানাতে হয় এথিক্স কমিটিকে। ওই কমিটিতে বিষয়টি পাশ হয়ে গেলে গবেষণাপত্রের সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে হয়। সেখান থেকে ছাড়পত্র চলে এলে শুরু হয় বিস্তারিত মূল কাজ।" মৃতা এই সমস্ত স্তরই পেরিয়ে গিয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর।এর পরে কী হয়? মৃতার সহপাঠী এবং এক বন্ধুর দাবি, "দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি সময় হয়ে গিয়েছে বলে কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল ওর গবেষণাপত্রের। এর মধ্যে হঠাৎ ওকে (মৃতাকে) ডেকে বলা হয়, তুই অন্য একটা বানিয়ে নিস। এই বিষয়টা ভাল, ওকে (মৃতা যে বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন, সেই বর্ষেরই আর এক জনের নাম করে) দিয়ে দিচ্ছি। স্বাভাবিক ভাবেই ভেঙে পড়েছিল ও (মৃতা)।" তাঁর দাবি, "সিনিয়রদের অনেক গবেষণাপত্র নিয়ে একটু অদলবদল করে কাজ চালিয়ে দিতেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু এক জনের নিজস্ব ভাবনা অন্য এক জনকে দিয়ে দেওয়ার এই ব্যাপার আগে দেখিনি।"

১-ম পাতার পর

জেএনএম থেকে এমবিবিএস পাশ করেন নির্যাতিতা

বেড়েছিল বলে অভিযোগ। কদিন আগেই অভীকের বিয়ের ছবি সামনে আসে। সেখানে দেখা যায়, বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন জেএনএমের তৎকালীন অধ্যক্ষ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, দুই প্রাক্তনী শুভঙ্কর ঘোষ ও ফিরোজ ই আব্বাস, ওখানের ছাত্র শেখ মহম্মদ অখিল এবং আরজি কর হাসপাতালের সিনিয়র রেসিডেন্ট (রেডিয়োথেরাপি) সৌরভ পাল। ২০২০ সালে জেএনএম থেকে এমবিবিএস পাশ করে বেরোন শুভঙ্কর এবং ফিরোজ। সুতরাং এখানকার দুর্নীতির সঙ্গে অভীক ও তাঁর সহকর্মীদের যোগ থাকতে পারে বলে অভিযোগ উঠছে। জেএনএম সূত্রে খবর, অভীক বরাবরই বাড়তি উৎসাহ দেখাতেন কল্যাণীর এই হাসপাতাল নিয়ে বলে অভিযোগ। আর নিজের সহকর্মীদের মাধ্যমেই জেএনএম হাসপাতালে কর্তৃত্ব কায়েম রেখেছিলেন অভীক দে। এখানে একটা চক্র তৈরি করেছিলেন অভীক বলেও অভিযোগ অনেকের। নানা উপায়ে এই হাসপাতাল থেকে টাকা তোলার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। যার বকলমে অভীক ও তাঁর অ্যাসোসিয়েটরাই সব নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে অভিযোগ। অভীকদের মদতেই এখানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন পিজিটি শেখ অখিল ও ইন্টার্ন আলিম বিশ্বাসরা।

২ পাতার পর

সিভিক ভলেন্টিয়ারদের জন্য সুখবর! পুজোর আগেই বিরাট উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

দেড় মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে কী কী পাঠ দেওয়া হবে সেটা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে জানা যাচ্ছে, আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব কীভাবে সামলাতে হয়? চাকরির সময় কীভাবে শৃঙ্খলা পরায়ণ থাকা উচিত? কী কাজ করা উচিত আর কী করা উচিত নয়? নানান আইনের ধারায় কী বলা আছে সেই বিষয়ে এবার সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১ পাতার পর

সেভেন সিস্টার্সের ৬০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়লো চীনা সেনারা

অস্তিত্বনিশ্চিত করেছিল।
চীনের সামরিক বাহিনী ২০২০ সালে অরুণাচলের দিবাং উপত্যকা জেলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ২০১৯ সালে ডোইমরু নালার ওপর একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করে। চীন ভারতের অরুণাচল প্রদেশের বিশাল অংশের মালিকানা দাবি করে, যেখানে ভারতের সাথে চীনের মোট ৩ হাজার ৪৮৮ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে বিরোধপূর্ণ অরুণাচলের সাথে চীনের সীমান্ত ১ হাজার ১২৬ কিলোমিটার।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৪৭ সংখ্যা ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার ২৩ ভাদ্র, ১৪৩১

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

পার্বতীকে কুমারী মূর্তিতে পুজোর প্রচলন সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারীতে। কিভাবে এবং কেমন করে এর শুরু?পুরাণ, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর শিল্পের ডালিভরা কন্যাকুমারী। ভারতের পর্যটন মানচিত্রে দক্ষিণের শেষ প্রান্তভূমি। কাশী শিবের বাসগৃহ, শক্তির আবাসস্থল কন্যাকুমারী। তিন সাগরের মহামিলন ঘটেছে এখানে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর-অতলান্ত এই সাগর ত্রয়ীর তরঙ্গ সর্বদাই ধুয়ে

দিচ্ছে সাগরতটে পরাশক্তি দেবী কন্যাকুমারীর চরণযুগল। সুদূর মহীশূর থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালাও এসে স্নান সেরেছে কন্যাকুমারীর সাগরজলে।এমনই একটি সৌন্দর্যে মোড়া ক্ষেত্রেই একসময় পার্বতী আবির্ভূত হয়েছিলেন কুমারী মূর্তিতে। পুরাণের কাল। কঠোর কঠিন তপস্যায় প্রীত ব্রহ্মার বরে ত্রিলোক জয় করলেন বার্ণাসুর। আক্রমণ করলেন দেবলোক। শরণাগত দেবকুলের হয়ে বিষ্ণুর পরামর্শে যজ্ঞ করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্ম হল এক কন্যার। অজেয় বার্ণাসুরকে বধ করার শক্তি রয়েছে এই কুমারী কন্যার। এ কথা জানিয়ে দিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

জন্মের পর কুমারী কন্যা চলে গেলেন দক্ষিণের সাগরতীরে। নীলকণ্ঠ মহাদেবকে স্বামীরূপে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বসলেন তপস্যায়। আকুল আকুতিতে সাড়া দিলেন মহাদেব।এদিকে বিবাহে বাধ সাধতে তৈরি হলেন দেবর্ষি নারদ। বিবাহ হলে কুমারী যদি না থাকেন দেবী তবে বার্ণাসুর নিধন হবে কীভাবে? দেবর্ষির মন্ত্রণায় কুমারীকন্যা মহাদেবের কাছে চাইলেন তিনটি দুর্লভ বস্তু। চক্ষুহীন নারকেল, শিরাহীন তাম্বূল আর গ্রন্থিহীন ইক্ষু। একই সঙ্গে শর্ত আরোপ করলেন, রাত্রিকালেই বিবাহ করতে হবে। সূর্যোদয় হলে তিনি অরক্ষণীয় হয়ে থাকবেন।

অসাধ্য সাধন করে যথাসময় কন্যার প্রার্থিত বস্তুগুলি সংগ্রহ করলেন মহাদেব। বিবাহের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করলেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। কন্যাকুমারী থেকে অল্প দূরত্বেই শুচিন্দ্রম। দেবর্ষি নারদ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে

আবাস উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার বকেয়া টাকা না দিলে বাংলার গরিব মানুষকে বাড়ি তৈরির টাকা যে রাজ্য সরকারই দেবে তা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সময়সীমার বাকি আর মাত্র আড়াই মাস।এই আবহেই ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্র এই খাতের টাকা না দিলে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাজ্য সরকারই টাকা পাঠানো শুরু করবে। শনিবার রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের তরফে প্রত্যেক জেলা প্রশাসনকে উপভোক্তা যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। তাতে সাফ হয়েছে, আবাস যোজনার এই যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে শীঘ্রই একটি এসওপি জারি করা হবে। পাশাপাশি, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সরকারি কর্মচারীকে যাচাইয়ের দলে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে যাচাইয়ের কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। একেবারে নির্ভুল হতে হবে সমীক্ষার রিপোর্ট। রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয়েছে, শীঘ্রই এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ২০২২ সালের যাচাই পর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এখন থেকেই সমীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ নেই সব থেকে বেশি চাপে পড়তে চলেছে বিজেপি। কেননা, রাজ্য সরকার টাকা দিয়ে দিলে কেন্দ্র টাকা দিল কী দিল না, সেটার আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না। ফলে প্রকল্পের টাকা পাওয়ার জন্য বিজেপিকে ভোট দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও থাকবে না।কেন্দ্র সরকার যে আবাসের বকেয়া টাকা দেবে না সেটা ধরে নিয়ে এখন থেকেই মাঠে নেমে পড়তে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবাসের জন্য নাম নথিভুক্ত করানো উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাইয়েরকাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। সেই যাচাইয়ের কাজ হবে চবৎসধহবহঃ ডধরঃরহম খরংঃ বা চডখ ধরে। এর আগে রাজ্যজুড়ে যাচাই পর্ব চালানো হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে। তার পর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় বছর। এই সময়কালে অনেকেই বাড়ি তৈরি করে ফেলেছেন বা মারা গিয়েছেন বা অন্যত্র চলে গিয়েছেন। সেই কারণে ফের একবার নতুন করে ন্যায্য উপভোক্তা যাচাইয়ের প্রয়োজন বলে মত প্রশাসনিক কর্তাদের।

সম্পাদকীয়

ডাক্তারদের ডিউটি রোস্টার চাইল সিবিআই

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ, খুনের ঘটনায় একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে। সিবিআই তদন্ত যত এগোনোর সঙ্গেই রহস্যের উপর থেকে একটু একটু করে পর্দা উঠতে শুরু করেছে। এবার যেমন জানা গেল, ঘটনার রাতে নাকি হাসপাতালে পার্টি হয়েছিল। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, সেই পার্টির আওয়াজ পৌঁছেছিল এমারজেন্সি বিল্ডিং অবধি । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানতে পেরেছে, হাসপাতালের অন্দরে এই পার্টি আয়োজনের সঙ্গে অর্থোপেডিক বিভাগের জুনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশের যোগ ছিল। এছাড়া আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ নিজে অর্থোপেডিক সার্জেন। তাই সমস্ত দিকটি খতিয়ে দেখতে চাইছেন গোয়েন্দারা। তাই এবার চেস্ট মেডিসিনের পাশাপাশি অর্থোপেডিক বিভাগের ডিউটি রোস্টার চেয়েছেন তাঁরা।গত ৯ আগস্ট সকালে আরজি কর হাসপাতালের (RG Kar Hospital) চারতলার সেমিনার রুম থেকে উদ্ধার হয়েছিল মহিলা চিকিৎসকের মৃতদেহ। পরবর্তীতে জানা যায়, ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়েছেন তিনি। ৮ আগস্ট রাতে হাসপাতালের চার দেওয়ালের মধ্যে ঠিক কী ঘটেছিল? এখন এই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজছে সকলে। চিকিৎসক ধর্ষণ, খুনের ঘটনার রহস্যভেদ করতে জোরকদমে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। এবার ৮ আগস্ট রাতের পার্টিতে কারা কারা ছিলেন সেটা জানতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি

জানা যাচ্ছে, গত ৮ আগস্ট রাতে আরজি কর হাসপাতালের বেশ কয়েকটি জায়গায় পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি পার্টি হয়েছিল কেবি হস্টেলের ছাদে, অন্য একটির আসর বসেছিল এমারজেন্সি বিল্ডিংয়ের ফিমেল ওয়ার্ডের ছাদে। হাসপাতালের মধ্যে হওয়া সেই পার্টির কারণে রোগীদের ঘুমেও সমস্যা হয়েছিল বলে খবর।

রোগীদের কথায়, মেইন বয়েজ হস্টেল থেকে তাঁরা হই-হট্টগোলের শব্দ পাচ্ছিলেন। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই দেখা দিয়েছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। হাসপাতালের মধ্যে কি এভাবে বক্স বাজিয়ে পার্টি করা যায়? তদন্তে নেমে এবার অর্থোপেডিক কতজন ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মী হাজির ছিলেন সেটা জানার জন্য এবার ডিউটি রোস্টার চেয়েছে সিবিআই । একইসঙ্গে নজরে রয়েছে জুনিয়র চিকিৎসকদের অবস্থান।

নাবান্ন কি 'অবসরপ্রাপ্তদের আশ্রম' হয়ে উঠেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যসচিবের পদ এবং কর্মজীবন থেকে ৩১ অগস্ট অবসর নেওয়ার পরে চলতি ধারা অনুসরণ করেই ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার পুনর্নিয়োগের পর প্রশ্নটি নতুন করে উঠেছে। শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শদাতা (প্রকল্প নজরদারি) এবং হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের (এমডি) দায়িত্ব সামলাবেন গোপালিকা।তবে আধিকারিকদের একাংশ এ-ও জানাচ্ছেন, রাজ্য সরকারের অনেক দফতরে অভিজ্ঞতার নিরিখে 'অতিরিক্ত মুখ্যসচিব' পদের সিনিয়র অফিসারদেরই দায়িত্ব দেওয়া রীতি। কিন্তু সেগুলিতে তুলনায় অনেক জুনিয়র সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। অথচ অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদমর্যাদার অনেক সিনিয়র অফিসারকে কার্যত ফেলে রাখা হয়েছে তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ দফতরে। প্রকৃত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইলে এই দিকগুলিও নজরে রাখত সরকার। অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগ করে অভিজ্ঞতার দোহাই দিত না।এই পরিস্থিতিতে আধিকারিক মহলে এই প্রশ্নও উঠছে কোন 'ভাল কাজের পুরস্কার' এমন পুনর্নিয়োগ? পরবর্তী প্রজন্মের অফিসারদের যোগ্যতামান তুলনায় কম? জনগণের অর্থে এমন নিয়োগে কি সরকারি কাজের গুণমান বাড়ছে? কারণ, অবসরপ্রাপ্তদের জন্য নিয়মিত তৈরি হচ্ছে একের পর এক পদ।

সরকারের একটি অংশের ব্যাখ্যা, সংশ্লিষ্টদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ সরকার পরিচালনা তথা জন-পরিষেবাকে সমৃদ্ধ করে। ঐতিহাসিক ভাবে কেন্দ্র-রাজ্যে এই ধারা চলে আসছে জওহরলাল নেহরু বা বিধানচন্দ্র রায়ের সময় থেকেই। যদিও অনেকেরই পাল্টা দাবি, সদিচ্ছা থাকলে অভিজ্ঞ অনেক আমলাকে দূরে সরিয়ে রাখত না সরকার। প্রশাসনিক কাঠামোর নিরিখে এই ব্যবস্থা মানানসই নয়।অতীতে সঞ্জয় মিত্র মুখ্যসচিবের পদ ছেড়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের সচিব পদে যোগ দিয়েছিলেন। অবসরের পরে তিনি সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত একটি কমিটির সদস্য। মলয় দে অবসর নিয়েছিলেন মুখ্যসচিব পদ থেকেই। তবে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীব সিন্হা, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী মুখ্যসচিব হিসেবে অবসর নেওয়ার পরেই পুনর্বহাল হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে। সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ, কে এল টামটা, জি এম পি রেড্ডি, বীরেন্দ্র বা মনোজ মালবীয়ের মতো রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি-আইপিএস অফিসারেরাও সরকারি দায়িত্বে রয়েছেন। আর ডি মিনা, সতীশ তিওয়ারি, এস এ বাবা, সঞ্জয় থাড়ে, নবীন প্রকাশ, এম ভি রাও, দেবাশিস সেন, সৌরভ দাস, এ সুব্বাইয়া, সুব্রত বিশ্বাস-সহ আরও অনেক অফিসার কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ করেও, স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে নিযুক্ত হয়েছিলেন সরকারি কাজে। প্রতি মাসে অবসরপ্রাপ্তদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ (সবিস্তার সারণিতে) নবান্নকে খরচ করতে হয়, তা নেহাত কম নয়। যদিও সরকারি এক কর্তার দাবি, 'কর্মরত অবস্থায় শেষ বেতনের পরিমাণ থেকে পেনশন বাদ দিয়ে যে অর্থ হয়, সে টুকুই বেতন হিসেবে পান সংশ্লিষ্টরা।'

মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা পদে আলাপন নিযুক্ত হয়েছিলেন অনেক আগেই। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রও নিযুক্ত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থ দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে। তিনি অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আলাপনের ভূমিকাও প্রতীয়মান। তার পরেও হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদীকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা (আর্থিক) নিয়োগ করে সরকার। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন, ভগবতী। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন আইএএস অফিসার নবীন প্রকাশও ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা (পরিকাঠামো) পদে। প্রশাসন তথা আধিকারিকদের শীর্ষে থাকেন মুখ্যসচিব। ফলে প্রশাসনের তরফে তিনিই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। তাই সংশ্লিষ্টদের প্রশ্ন, উপদেষ্টারা প্রকৃত অর্থে কার অধীনে! প্রবীণ এক আমলার কথায়, 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হলে বিষয়টি একরকম। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে তা কার্যকর হলে বিষয়টি গুলিয়ে যেতে বাধ্য। শুধু এ রাজ্যই নয়, কেন্দ্র এবং অন্য অনেক রাজ্যে এমন উদাহরণ আছে। যা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।'

উদাহরণ দিয়ে অভিজ্ঞ আমলাদের একাংশ জানাচ্ছেন, হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের (এমডি) অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকত কর্মী বর্গ এবং প্রশাসনিক সংস্কার (পার) সচিবের হাতেই। যদিও পার-সচিব থেকে স্বরাষ্ট্র এবং মুখ্যসচিব হওয়ার পরেও হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নিজের হাতছাড়া করেননি গোপালিকা। অবসরের পরেও যা থেকে গেল তাঁর হাতেই। অবসরের পরে এমন 'এগজ[]কিউটিভ' পদের দায়িত্বে থাকা রীতির সঙ্গে মানানসই নয়। প্রসঙ্গত, অবসরের পরে দেবাশিস সেনও হিডকোর এমডি ছিলেন। কয়েক মাস আগে এক প্রশাসনিক বৈঠকে দেবাশিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। আবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে পঞ্চায়েত ভোটে রাজীবের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা। হরি কৃষ্ণের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগে সরব হয়েছিল বিজেপি। প্রাক্তন এক কর্তার প্রশ্ন, 'তবে কি শাসকের আস্থাভাজন হওয়াই এমন নিয়োগের একমাত্র মানদণ্ড?' অন্য এক প্রাক্তন কর্তার কথায়, 'ব্যতিক্রম রয়েছে, তবে অবসরের পরেও অবসর নয় এমন ধারা সরকারি স্তরে প্রবল ভাবে চালু হওয়ার ফলে শাসকের সুরে সুর মেলানোতেই বেশি স্বচ্ছন্দ হচ্ছেন আধিকারিকদের বড় অংশ।'

যদিও প্রশাসনের অন্দরের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন প্রধানসচিব নৃপেন্দ্র মিশ্র থেকে প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌব্ব কেন্দ্রেও উদাহরণ রয়েছে অনেক। যেখানে কর্মজীবনের মেয়াদবৃদ্ধি করা হয় হামেশাই, ভাস্কর খুলবে-সহ একাধিক অফিসারকে অবসরের পরেও পরামর্শদাতা নিয়োগ করে কেন্দ্রও। কংগ্রেস বা বিজেপিশাসিত প্রায় সব রাজ্যেই এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে। স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন অন্য কমিশন এবং কমিটিতে অবসরপ্রাপ্তরাই কর্মরত থাকেন।

বিরোধীদের একাংশ অবশ্য অভিযোগ করছেন, 'এত অভিজ্ঞতা'র পুনর্নিয়োগ সত্ত্বেও টাটা-বিদায়ের পরে এ রাজ্যে বড় শিল্পের দেখা এখনও মেলেনি। দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত প্রশাসন। রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির হাল ফেরেনি। একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ থাকলেও, জট ছাড়ানোর বিকল্প রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'পাঁচ জন মুখ্যসচিবকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে চার জন পরপর। এটা কি প্রতিভার বিচ্ছুরণ, রাজ্যের কোনও দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা, না কি বাধ্যবাধকতা!"রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পাল্টা মন্তব্য, 'সরকার কাকে রাখবে, কাকে রাখবে না, তা সরকারেরই এক্তিয়ারভুক্ত। আইন মেনে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে এমন হচ্ছে না? কেন্দ্রে তো ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। তাই ওদের (বিজেপি) থেকে জ্ঞান শুনতে হবে, এমন দুঃসময় আসেনি।'

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেটি অস্বীকার করে, অপমানিত, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সবকিছু সইতে হয় তাকে। তেমনি মনসা দেবীর পূজা পাওয়ার জন্য অপমানিত হতে হয়েছিল চাঁদ সওদাগরের কাছে।মানুষের যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় ,সে তখন ঘুরে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনি মনসা-দেবী দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিশ্ব মাঝার এ পূজিত হয়েছিল মনসা দেবী,স্মৃতি আজও গ্রাম বাংলার মনসা মঙ্গল যাত্রা পালাতে দেখা যায়। **ক্রমশঃ**

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

চারবার মুক্তি পেছাল কঙ্গনার 'ইমার্জেন্সি'র

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী ৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কঙ্গনা রানাউত পরিচালিত ও অভিনীত ছবি 'ইমার্জেন্সি'। মুলত এটি ভারতীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জীবনীনির্ভর ছবি। কিন্তু টানা বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটির মুক্তি আপাতত স্থগিত রয়েছে। সহসা মুক্তি পাচ্ছে না কঙ্গনার প্রথম পরিচালিত 'ইমার্জেন্সি' ছবিটি।

এর আগেও লোকসভা ভোটে কঙ্গনার প্রার্থী হওয়ার জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল এই ছবির রিলিজ। এই নিয়ে চতুর্থবার 'ইমার্জেন্সি' মুক্তির পথে বাঁধা। ঠিক কবে মুক্তি পেতে পারে এই ছবিটি তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। ছবিটি এখনো সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়নি।

কঙ্গনা সম্প্রতি অভিযোগ করেছিলেন, তাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়েছে কোনো কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে। এর আগে ছবিতে তথ্য বিকৃতির অভিযোগ তুলেছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। তার ফলেই বিতর্কিত এই ছবিটি ঘিরে দানা বাঁধতে শুরু করে আশঙ্কার মেঘ।

একটি ভিডিও টুইট করে কঙ্গনা দাবি করেন, প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে, তাই 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন' এই ছবির প্রদর্শন স্থগিত রেখেছে। কঙ্গনা আরো বলেন, প্রাথমিক ভাবে ছাড়পত্র মিললেও হুমকির কারণে তা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে বোর্ড। এমনকি সেন্সর বোর্ড সদস্যদেরও হুমকি দেয়া হয়েছে। কঙ্গনা আরো জানান, ছবির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুছে ফেলার জন্যও তাকে চাপ দেয়া হচ্ছে।

এর মধ্যে যেমন রয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা, অর্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে বা পঞ্জাব দাঙ্গার প্রসঙ্গ। এমন পরিস্থিতিতে কঙ্গনা যে খুবই আশাহত হয়েছেন এবং চাপের মুখে রয়েছেন সে কথাও জানিয়েছেন নিজের ভিডিওবার্তায়। এর আগে শিরোমণি অকালি দল সেন্সর বোর্ডের কাছে ছবি মুক্তি না দেয়ার আবেদন জানিয়ে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে।

তাদের দাবি, এ ছবি শিখ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করছে। এছাড়া, মধ্যপ্রদেশে হাইকোর্টে জবলপুরের একটি শিখ সংগঠনের পক্ষ থেকে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

'এই বাংলাই দেখতে চেয়েছিলাম'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন দেখে কয়েক দিন আগেই টালিউডের নন্দিত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'বাঙালি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারাচ্ছি।' তবে তিন সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ দেখে এবার মত বদলে নিলেন তিনি। আরজি কর ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ঝড় দেখে এবার খুশি তিনি। ২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পা রেখেই প্রতিবাদী বাংলা নিয়ে গর্ববোধ করলেন মিঠুন চক্রবর্তী। আরজি কর কাণ্ডে বাংলার শিল্পীমহলের প্রতিবাদ নিয়ে নেটপাড়ার একাংশ যখন নিত্যদিন কটাক্ষ করে যাচ্ছে, তখন নিন্দুক, সমালোচকদের কাঁচকলা দেখিয়ে বারবার সিনেমাপাড়ার সদস্যরা সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে কলকাতার রাজপথে নেমে তিলোত্তমার বিচার চাইছেন। চোখে আঙুল দিয়ে নিন্দুকদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, তারা দমে যাওয়ার পাত্রপাত্রী নন। প্রতিটি প্রতিবাদী মিছিলে সমবেতস্বরে একটা ধ্বনি- 'জাস্টিস ফর আরজি কর।' ঘটনার তিন সপ্তাহ পেরিয়ে বিচার অধরা থাকলেও আশাহত নন কেউই। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে চোখ সকলের। আর বাংলার আট থেকে আশির চোখে প্রতিবাদী আগুন দেখে খুশি মিঠুন চক্রবর্তী। মহাগুরু বলছেন, 'এই বাংলাটাকেই আমি দেখতে চেয়েছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি, খুব আনন্দ হচ্ছে।'

রাজ্যজুড়ে এই আন্দোলন রাজনৈতিক না অরাজনৈতিক? এমন প্রশ্নে মিঠুন চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সবাই যেন এই আন্দোলনে একসঙ্গে থাকি। আর আমি এটা বলছি মানেই যে বিজেপি বলছে, সেটা নয়। আমি ব্যক্তি মিঠুন চক্রবর্তী হিসেবে বলছি।'

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এক ভিডিও বার্তায় বিজেপি নেতা ও মেগাস্টার মিঠুন বলেছিলেন, 'আমি অনেক দিন ধরে, অনেক জায়গায় একই কথা বলে এসেছি যে, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। যত দ্রুত সম্ভব তাদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক। এটাই আমার কাছে সবথেকে বড় কাম্য। দুই সপ্তাহ পর মত পাল্টে আন্দোলনে বাংলার প্রশংসা করলেন মহাগুরু।

তিন বিয়ে, নায়কের সঙ্গে লিভ-ইন; তবুও সুখ নেই অভিনেত্রীর

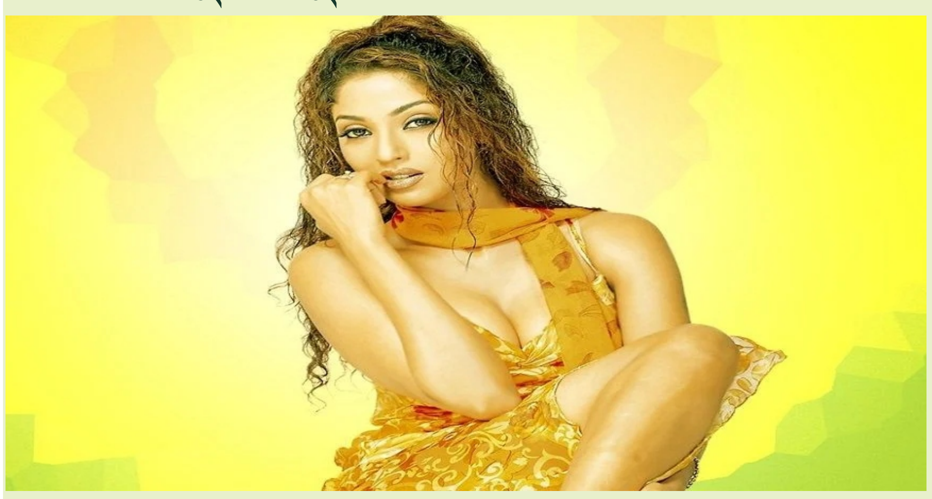

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুমন রঙ্গনাথন, বর্তমানে যারা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন তাদের জন্য কোনো পরিচিত নাম নয়। তবে বলিউডে একসময়ে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী।

যার ব্যক্তিজীবন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সুমনকে সবশেষ দেখা গেছে 'গুমনাম-দ্য মিস্ট্রি'তে। প্রেক্ষাগৃহে যেই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে ২০০৮ সালে। এপরই রীতিমতো হারিয়ে যান অভিনেত্রী। সুমন এখন আলোকবৃত্ত থেকে দূরে থাকেন। দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে যদিও তিনি বেশ সক্রিয়। ১৯৯৬ সালের 'ফারেব' দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ সুমনের। বিক্রম ভাট পরিচালিত এই ছবিতে ফারাজ খান এবং সুমন ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। ছবিটি বক্স অফিসে বেশ সফল হয়।

প্রায় তিন দশকের ক্যারিয়ারে অনেক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন সুমন। ১৯৯৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ঋষি কাপুরের 'আ আব লউট চলে' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সিনেমায় অক্ষয় খান্না, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন এবং রাজেশ খান্নার মতো তারকাদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন তিনি।

সুমনের অভিনয় দর্শকদের মনে ধরেছিল। 'হাম তুমহারে হ্যায় সনম' ছবিতে শাহরুখ খানের বোনের ভূমিকাতেও দেখা যায় তাকে।

২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'বাগবন' ছবিতেও দেখা যায় সুমনকে। তবে নায়িকা হিসাবে সাফল্য পাননি তিনি। বলিউডের বেশিরভাগ ছবিতেই কাজ করেছেন পার্শ্বচরিত্রে।

ব্যক্তিজীবনও সুখকর ছিল না এই অভিনেত্রীর। সুখের খোঁজে তিনবার বিয়ে করেছেন। সুমনের প্রথম বিয়ে হয়েছিল মডেল গৌতম কাপুরের সঙ্গে।

প্রথম সংসার ভাঙার পরে পরিচালক বান্টি ওয়ালিয়াকে বিয়ে করেন তিনি। সেই সংসারও সুখের হয়নি। ২০০৭ সালেই বিচ্ছেদ হয় এই জুটির। বান্টির থেকে আলাদা হওয়ার পর ব্যবসায়ী সাজন চিন্নাপ্পাকে বিয়ে করেন সুমন।

কিন্তু সেই সম্পর্কও তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়। বিচ্ছেদের সময় স্ত্রী সুমনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনেছিলেন বান্টি।

যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন, পাতানো ভাই এবং জিম প্রশিক্ষকের সঙ্গে সুমনের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তৃতীয়বারের মতোও ভেঙে যায় অভিনেত্রীর সংসার।

এরপর অভিনেতা রাহুল রায়ের সঙ্গেও সুমনের নাম জড়িয়েছিল। তারা নাকি লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন।

নিজের অতীত নিয়ে তৃপ্তির বিস্ফোরক মন্তব্য

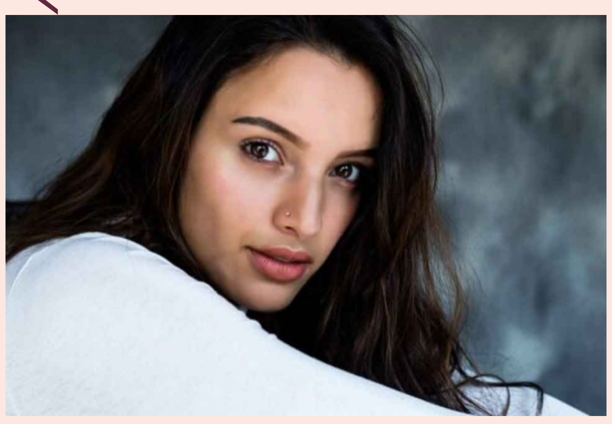

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি ২০১৭ সাল থেকে টুকটাক অভিনয় করলেও নেটফ্লিক্সের 'বুলবুল' ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে প্রথম দর্শকের নজর কাড়েন। এরপরে রণবীর কাপুরের সঙ্গে 'অ্যানিম্যাল' সিনেমায় অভিনয় করে রাতারাতি আলোড়ন ফেলে দেন তিনি।

সম্প্রতি কৌতুক ধারার সিনেমা 'ব্যাড নিউজ'-এ ভিকি কৌশলের বিপরীতেও দেখা গেছ তৃপ্তিকে। তবে একসময় এই অভিনেত্রী সামান্য প্রচার পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। প্রয়োজনে যে কোনও কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে জানান এ অভিনেত্রী।

২০১৮ সালে বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল তার অভিনীত সিনেমা 'লায়লা মজনু'। তৃপ্তির খুব আশা ছিল ছবিটি বক্স অফিসে জনপ্রিয় হবে এবং রাতারাতি পরিচিত মুখ হয়ে উঠবেন তিনি। কিন্তু বক্স অফিসে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয় 'লায়লা মজনু'। এরপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ভেঙে পড়েন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তৃপ্তি দিমরি বলেন, সেই সময় প্রচারের আলোয় আসার জন্য যে কোনও কিছু করতে রাজি ছিলাম। এমনকি, 'বিগ বস'-এর ঘরেও প্রতিযোগী হিসেবে যেতে চেয়েছিলাম।'

তৃপ্তি আরও বলেন, 'মুম্বাই এসেছিলাম তখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাউকে চিনতাম না। প্রচণ্ড অন্তর্মুখী ছিলাম আর পরবর্তীতে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ববোধও চলে আসে। আগের তৃপ্তির সঙ্গে আজকের তৃপ্তির প্রধান পার্থক্য হলো আত্মবিশ্বাস; এখন আমার মধ্যে ভয় কাজ করে না। আমি আমার জীবনে সমতা বজায় রেখে চলতে ভালোবাসি, অভিনয় করা আমার পেশা।'

সেই সময় অভিনেত্রীর মনে হয়েছিল যেকোনও ভাবে খ্যাতি অর্জন করতে হবে। যদিও বর্তমানে এই ভাবনা চিন্তাকে অনেকটাই পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন তিনি।

ক্ষমা চাইলেন কাঞ্চন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা নিয়ে উত্তাল কলকাতা। নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করছেন সেখানকার চিকিৎসকরা।

তাদের নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কের মুখে পড়েন কমেডিয়ান ও তৃণমূলের বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কাঞ্চনের সহশিল্পীরাও তাকে বয়কটের হুমকি দেন। কঠোর সমালোচনার মুখে এবার ক্ষমা চাইলেন কাঞ্চন।

৩ সেপ্টেম্বর কাঞ্চন মল্লিক তার ফেসবুকে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন। তাতে ক্ষমা চেয়ে এ অভিনেতা বলেন, 'গতকাল একটি ধর্নামঞ্চে আমি কিছু মন্তব্য করি, যা নিয়ে সমালোচনা হয়। আমি আমার বক্তব্যের জন্য দুঃখিত এবং লজ্জিত।'

চিকিৎসকদের ধর্মঘট থাকার কারণে কাঞ্চনের এক বন্ধুর মা মারা গিয়েছেন। এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, 'বাড়িতে আমারও অসুস্থ ব্যক্তি রয়েছেন, যাকে সুস্থ রাখতে চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজন পড়ে।

এছাড়া আরো অনেককেই প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবার ব্যবস্থা করে দিই। আমার ভাইয়ের সমতুল্য এক বন্ধুর মায়ের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে, মৃতপ্রায় অবস্থা তার। সেই বন্ধু সেদিনও পরিষেবার জন্য আমার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। চিকিৎসকদের ধর্মঘট থাকায় বন্ধুর মাকে বাঁচানো যায়নি।'

সাফাই গাওয়া নয়, অন্তর থেকে অনুভব করে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন কাঞ্চন। এ কথা উল্লেখ করে এই অভিনেতা বলেন, 'তারপরও আমি চিকিৎসক এবং চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে কোনো খারাপ মন্তব্য মন থেকে করতে চাইনি। পরিস্থিতির কারণে সকলে অশান্ত। তার উপরে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রভাবও পড়েছে। আমিও আন্তরিকভাবে নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার চাইছি।'

প্রসঙ্গত, গত মাসের শুরুর দিকে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের নারী চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এরপর থেকে উত্তাল কলকতা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজপথে নেমেছেন অভিনয়শিল্পীরাও। কলকাতার চিকিৎসকরা বিক্ষোভ করছেন, কর্মবিরতি পালন করছেন।

কর্মবিরতিতে থাকা চিকিৎসকদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তৃণমূলের বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক বলেন- 'সরকারি বেতন-বোনাস নেবেন তো?' আর এতেই ক্ষুব্ধ কাঞ্চনের সহশিল্পী ও সাধারণ মানুষ। রীতিমতো তোপের মুখে পড়েন এই অভিনেতা।

অবসরের ঘোষণা দিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন গোলরক্ষক ফ্রাঙ্কো আরমানি। কাতার বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ৩৭ বছর বয়সী আরমানি জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি এবং গোলরক্ষক কোচ মার্টিন টোকালির সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ফুটবলে তার চক্র সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ঘোষিত দলে সুযোগ হয়নি ৩৭ বছর বয়সি আরমানির। তাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে লিওনেল স্কালোনি ও গোলকিপার কোচ মার্টিন টোকালির সঙ্গে কথা অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরমানি। মুন্দো আলবিসেলেস্তে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এমনটি।

সবশেষ ২০২১ সালে কোপা আমেরিকায় গোলবারের নিচে দাঁড়ানোর কথা ছিল আরমানির। তবে তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে সুযোগ পান মার্তিনেজ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলকে কোপা জেতান মার্তিনেজ। নিজে জেতেন গোল্ডেন গ্লাভস। এর পর থেকেই আর্জেন্টিনার গোলবারের নিচে আস্থার নাম মার্তিনেজ। তবে এ সময়ে সুযোগ না পেলেও সব সময় স্কোয়াডে ছিলেন আরমানি। ২০১৮ ও ২০২২ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ এবং ২০১৯,২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকাতেও ছিলেন আর্জেন্টিনা দলে। সব মিলিয়ে জাতীয় দলের হয়ে আরমানি খেলেছেন ১৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এ সময়ে আর্জেন্টিনার হয়ে আরমানি জিতেছেন ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা এবং ২০২২ ফিনালেসিমা শিরোপা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন সুয়ারেজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন উরুগুয়ের তারকা ফুটবলার লুইস সুয়ারেজ। শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) উরুগুয়ের জার্সিতে শেষবার দেখা যাবে সুয়ারেজকে। এদিন প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব খেলবে উরুগুয়ে।

২ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে জীবনের সবচেয়ে আবেগময় সিদ্ধান্তের কথা জানান ৩৭ বয়সী এই ফরোয়ার্ড। সংবাদ সম্মেলনে সুয়ারেজ বলেন, 'কখন অবসর নেয়ার সঠিক মুহূর্ত, তা জানার চেয়ে গর্ব করার মতো ভালো আর কিছু নেই। সৌভাগ্যবশত আমি আত্মবিশ্বাসী যে, জাতীয় দল থেকে অবসর নিচ্ছি। কারণ, আমি একটি নতুন কোনো জায়গায় যেতে চাই। আমার বয়স ৩৭ বছর। আমি জানি যে পরের বিশ্বকাপে যাওয়া খুব কঠিন। এটা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দেয় যে, আমি নিজে অবসর নিতে পারছি। ইনজুরির কারণে আমাকে অবসর নিতে হচ্ছে না। অথবা দল থেকে বাদ পড়ার কারণেও অবসর নিচ্ছি না।'

লিওনেল মেসির সাবেক ও বর্তমান ক্লাব সতীর্থ সুয়ারেজ আরও বলেন, 'সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ ছিল না। তবে আমি মনে শান্তি নিয়ে যাচ্ছি যে, শেষ খেলা পর্যন্ত আমি আমার সমস্ত কিছু দিয়েছি। তবে শিখা ধীরে ধীরে জ্বলে না। সে কারণেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এটি (অবসর) এখন হওয়া উচিত।'

সুয়ারজে নিজের দেশ উরুগুয়ের হয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোল করেন। ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১৪২ ম্যাচে ৬৯ গোল করেছেন এই তারকা। ক্লাব ফুটবলেও দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাব বার্সেলোনাতে লিওনেল মেসি ও নেইমার জুনিয়রের সঙ্গে জুটি করে খেলেছেন বহুদিন। তার আগে খেলেছিলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লিভারপুলে। সর্বশেষ সুয়ারেজ খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর সকার লিগে ইন্টার মিয়ামির হয়ে।

জার্মানীর নতুন অধিনায়ক কিমিচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জার্মান জাতীয় দলের নতুন অধিনায়ক হিসেবে বায়ার্ন মিউনিখের মিডফিল্ডার জসুয়া কিমিচকে মনোনীত করেছেন কোচ জুলিয়ান নাগলেসম্যান।

হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে আগামী শনিবার নেশন্স লিগের ম্যাচকে সামনে রেখে এক সংবাদ সম্মেলনে নাগলেসম্যান বলেন, 'কিমিচ পুরো দলের জন্য একজন রোল মডেল। সে সবসময়ই মাঠে শতভাগ দেবার চেষ্টা করে, অনুশীলনেও দারুন সিরিয়াস, অনেক সময় এই মনোযোগ একটু বেশীই হয়ে যায়। কিন্তু কখনই সে পরিশ্রান্ত হয়না, সবসময় জয়ের জন্যই সে মাঠে নামে।'

নাগলেসম্যান আরো বলেছেন, ২৯ বছর বয়সী কিমিচ রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার এন্টোনিও রুডিগার ও আর্সেনাল স্ট্রাইকার কেই হাভার্টজের মত দলকে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখে। পুরো দলের সাথে এই তিনজনেরই ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। ঘরের মাঠে সদ্য সমাপ্ত ইউরো চ্যাম্পিয়নশীপে অধিনায়কত্ব করা ইকে গুনডোগান গত মাসে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষনা দিয়েছেন। কিমিচ তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জার্মানীর সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছেন কিমিচ। সাবেক কোচ হান্সি ফ্লিকই তাকে গুনডোগানের পিছনে থেকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দেশের অন্যতম অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসেবে এখন তার কাঁধে অধিনায়কের দায়িত্ব পড়েছে।

জার্মান ফুটবলের নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব পেয়েছেন এই মিডফিল্ডার। গুনডোগানের সাথে ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ী টনি ক্রুস, থামস মুলার ও ম্যানুয়েল নয়্যারও সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন।

স্টুটগার্টের যুব দল থেকে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন কিমিচ। তার সাথে ঐ সময় আরো ছিলেন সার্জি গ্যানাব্রি ও টিমো ওয়ার্নার। ২০১৩ সালে আরবি লিপজিগে যোগ দেয়া কিমিচ ২০১৫ সালে বায়ার্নে পাড়ি জমান। ২০১৬ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর এ পর্যন্ত জার্মানীর জার্সিতে ৯১ ম্যাচ খেলে ৬ গোল করেছেন।

২৯ বছর বয়সী কিমিচের সবসময়ই ইচ্ছা ছিল বায়ার্ন ও জার্মান দলে মধ্যমাঠে খেলবেন। কিন্তু প্রায়ই তাকে পিছনে নেমে দলের প্রয়োজনে রাইট-ব্যাক পজিশনে খেলতে হয়েছে। ইউরোতেও তিনি ডিফেন্ডার হিসেবেই দলে ছিলেন।

বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক তারকা খেলোয়াড় ফিলিপ লাহমের সাথে কিমিচের তুলনা করা হয়। পুরো ক্যারিয়ারে বেভারিয়ান্সদের হয়ে খেলা লাহম ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন।

ডাসেলডর্ফে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ১০ সেপ্টেম্বর পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নেদারল্যান্ডস সফরে যাবে জার্মানী।

হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর ফুঁসছেন পাকিস্তানের সাবেকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশের বিপক্ষে পাকিস্তানের এমন অসহায় আত্মসমর্পন একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না দলটির সাবেক তারকা ক্রিকেটাররা। হারের জন্য ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি ক্রিকেট বোর্ডকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন জাভেদ মিয়াঁদাদ, ইনজামাম-উল হকরা।

রাওয়ালপিন্ডিতে মঙ্গলবার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিনে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারায় বাংলাদেশ। একই মাঠে স্বাগতিকদের হারিয়েছিল ১০ উইকেটে। দেশের মাটিতে টেস্টে ১০ উইকেটে হার পাকিস্তানের সেটিই প্রথম।

ঘরের মাঠে এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশড হওয়ার তেতো স্বাদ পায় পাকিস্তান। অথচ সিরিজের আগে দুই দলের ১৩ বারের মুখোমুখিতে একটিতেও জয় ছিল না বাংলাদেশের, হার ১২টিতেই।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে সাবেক ব্যাটসম্যান ও অধিনায়ক মিয়াঁদাদ বললেন, উত্তরসূরিদের বর্তমান অবস্থা দেখে ব্যথিত তিনি।

“এটা কষ্টের যে, আমাদের ক্রিকেট এই পর্যায়ে এসেছে। বাংলাদেশকে কৃতিত্ব দিতেই হবে তাদের গোছানো পারফরম্যান্সের জন্য। কিন্তু এই সিরিজে যেভাবে আমাদের ব্যাটিং ভেঙে পড়েছে, তা খুব বাজে লক্ষ্মণ।”

দায় শুধু ক্রিকেটারদের ওপর চাপাচ্ছেন না মিঁয়াদাদ। তার মতে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) সমানভাবে দায়ী।

“আমি শুধু খেলোয়াড়দের দোষ দেব না, কারণ গত দেড় বছরে বোর্ডে (পিসিবি) যা কিছু হয়েছে এবং অধিনায়কত্ব ও ম্যানেজমেন্টের পরিবর্তন দলকে প্রভাবিত করেছে।”

গত এপ্রিলে টেস্টের জন্য জেসন গিলেস্পি ও সাদা বলের দুই সংস্করণের জন্য গ্যারি কার্স্টেনকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় পিসিবি। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার গিলেস্পির কোচিংয়ে প্রথম সিরিজ ছিল এটিই। আর মাসুদের নেতৃত্বে প্রথম পাঁচ টেস্টেই হারল পাকিস্তান। ঘরের মাঠে সবশেষ ১০ টেস্টে জয়ের দেখা পায়নি তারা (৬ হার ও ৪ ড্র)।

দলটির আরেক সাবেক অধিনায়ক হারের দায় দিলেন ব্যাটসম্যানদের।

“অতীতে সেরা দলগুলোকে হারানোর জন্য হোম সিরিজকে সবসময় আমাদের সেরা সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এর জন্য তো ব্যাটসম্যানদের রান পেতে হবে।”

টেস্টে পাকিস্তানের সফলতম ব্যাটার ইউনিস খান সমস্যা দেখছেন ব্যাটসম্যানদের মানসিকতায়।

“আমাদের ব্যাটাররা অতীতে রান পেয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি মনে করি, এই সংকট কাটিয়ে উঠতে তাদের মানসিক দৃঢ়তা দরকার।”

তিন ফরম্যাটেই ইংল্যান্ডের কোচ ম্যাককালাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে দায়িত্ব বাড়ল ব্রান্ডন ম্যাককালামের। সীমিত ওভারের দুই সংস্করণেও নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই ব্যাটারকে দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানায় ইসিবি। ৪২ বছর বয়সী ম্যাককালামের চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত।

সাদা বলের কোচ হিসেবে ম্যাথু মটের স্থলাভিষিক্ত হলেন ম্যাককালাম। গত বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভরাডুবি ও এই বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপা ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জেরে গত ৩০ জুলাই ইংল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন মট।

বিবৃতিতে ইসিবি জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের ভারত সফর এবং আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সামনে রেখে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করবেন ম্যাককালাম।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে ও টিটোয়েন্টি সিরিজের জন্য আগেই অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় দেশটির সাবেক ওপেনার মার্কাস ট্রেসকোথিককে। আগামী নভেম্বরে ক্যারিবিয়ান সফরেও এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

২০২২ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ হয়ে আসেন ম্যাককালাম। এরপর অধিনায়ক বেন স্টোকসকে সঙ্গে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ধারা বদলে দেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক। ম্যাককালাম-স্টোকস জুটির 'বাজবল'

ক্রিকেট-দর্শন বেশ দাপটও তৈরি করেছে ক্রিকেট বিশ্বে।

দাপটের সেই ধারা এবার ওয়ানডেতেও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ইংল্যান্ড।

চূড়ান্ত হলো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের তারিখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৫ চক্রের অধীনে সদ্য সমাপ্ত সিরিজে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক এই জয়ের পর পয়েন্ট টেবিলে বড় লাফ দিয়েছে লাল-সবুজেরা।

একই সময়ে চলতি আসরের ফাইনালের সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। আগামী বছরের ১১ জুন থেকে ইংল্যান্ডের লর্ডসে চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে ফাইনালের সূচি জানায় আইসিসি। 'দ্য আল্টিমেট টেস্ট' র জন্য ১৬ জুন রিজার্ভ ডেও রাখা হয়েছে।

ফাইনালের দৌড়ে এখন পর্যন্ত ভারত ও অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে । রোহিত শর্মার দল ৬৮ দশমিক ৫২ শতাংশ এবং অস্ট্রেলিয়া ৬২ দশমিক ৫০ শতাংশ টেস্ট ম্যাচ জিতেছে। গত চ্যাম্পিয়নশিপে তারাই ফাইনালে খেলেছিল। যেখানে ভারতকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট জেতে অজিরা।

ফাইনাল নিয়ে এমসিসির প্রধান নির্বাহী ও সেক্রেটারি গাই ল্যাভেন্ডার বলেন, 'প্রথমবারের মতো বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হবে লর্ডসে, এ কাজে আইসিসির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমরা অনেক আনন্দিত। যেকোনো টুর্নামেন্টেরই ফাইনাল আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়া আমাদের জন্য অনেক বড় সুযোগ, আমরা টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে সেরা দুটি দলকে স্বাগত জানাতে চাই। এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যা হাতছাড়া করতে রাজি নই, এটি লর্ডসের ১৪০ বছরের টেস্ট ইতিহাসে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে।'

এদিকে দ্য গ্রিন ম্যানদের সিরিজ হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চারে উঠেছে বাংলাদেশ। চলমান এই টুর্নামেন্টে টাইগারদের জয় ৪৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ। তিনে অবস্থান নিউজিল্যান্ডের। উইলিয়ামসনদের জয় ৫০ শতাংশ। এরপর যথাক্রমে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থান।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR